[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ৫০ তম বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে সদর উপজেলার আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজেয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম, লতিফন নেছা লতা, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, একাডেমিক সুপারভাইজার আনোয়ার হোসেন, আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির আহবায়ক সাইদুর রহমান, প্রধান শিক্ষক আহামদ আলি প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠনের সক্রিয় সদস্য আশিকুল আটক

দর্শনায় অভিযান চালিয়ে আশিকুল ইসলাম (২৫) নামের এক নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠনের সক্রিয় সদস্যকে আটক করেছে র্যাব।

আশিকুল ইসলাম দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের জিরাট গ্রামের মৃত মুনতাজ আলীর ছেলে।

আটককৃত আশিকুল ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন আনসার আল ইসলাম একজন সক্রিয় সদস্য। তাকে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের জিরাট গ্রাম থেকে রংপুর র্যাব-১৩ আটক করে।

জানাগেছে, গত রোববার বিকালের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুর র্যাব-১৩ এর পুলিশ পরিদর্শক শ্রী উপেন্দ্র নাথের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের জিরাট গ্রামে।

এসময় ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের জিরাট গ্রাম থেকে আটক করা হয় নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন আনসার আল ইসলাম সক্রিয় সদস্য আশিকুল ইসলামকে। আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করে তাকে থানা পুলিশে সোপর্দ করেছে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীব জানান, আটককৃত ব্যাক্তি আনসার আল ইসলাম নামের নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। আটকৃতর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে দর্শনা থানা পুলিশে সোপর্দ করেছে।

মহারাজপুর ইউনিয়নে কৃষকের আহাজারি

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিষয়খালী অঞ্চলের উপর দিয়ে গত রোববার বিকালে হঠাৎ ২০ মিনিটের রেকর্ড পরিমাণ শিলা বৃষ্টি ও কালবৈশাখী ঝড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে অত্র অঞ্চলের শত শত বিঘা জমির ইরি-বরো ধান ,পানের বরজ , পেয়ারা বাগান ক্ষেতসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত ও ঘরবাড়ি।

এতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। রেকর্ড পরিমাণ শিলা বৃষ্টির কারণে অত্র অঞ্চল এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রচুর পরিমানে শিলা বৃষ্টি হয়।

কেশবপুর গ্রামের কৃষক আব্দুল কাদের জানান ২৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে আমার চোঁখে দেখা আজকেই সব থেকে বেশি শিলাবৃষ্টি হয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সবথেকে বেশি। অনেকের ঘরের টিন ফুটো হয়ে গেছে। আর এত শিল পড়ে রয়েছে যা পরের দিন দুপুর পর্যন্ত পড়ে রয়েছে।

এক কথায় শিলের পরিমাণ এতই বেশি ছিল যে স্তুপে স্তুপে পরিণত হয়েছে। বিষয়খালী অঞ্চলের বিষয়খালী, কেশবপুর, মহারজপুর, কলফাডাঙ্গা, পরমনন্দপুরসহ আশেপাশের এলাকায় প্রচুর পরিমাণে শিলাবৃষ্টি ও কালবৈশাখী ঝড় বয়ে যায়।

শিলের পরিমাণ এতই বেশি ছিল যা বিগত ২০/২৫ বছরেও এত শিলাবৃষ্টি হয়নি বিষশখালী অঞ্চলের উপর। শিলা বৃষ্টির কারণে বিষশখালী অঞ্চলের চলতি মৌসুমের ধানসহ বিভিন্ন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

কেশবপুর গ্রামের ছামসুল সরদার জানান, তাঁর দুই বিঘা জমির পানের বরজ ও এক বিঘা জমির পেয়ারা শিলাবৃষ্টিতে সব ঝরে গেছে।এছাড়াও কেশবপুর গ্রামের আম গাছের মুকুল ঝরে গেছে,গম ও ভুট্টা ক্ষেত জমিতে মিশে গেছে।

ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের বিষয়খালী কড়ইতলা নামক স্থানে রাস্তার দু’ধারে এখনো পড়ে আছে প্রচুর পরিমাণ শিল। যা দেখতে মোটরসাইকেল-ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহ থেকে মানুষ নেমে দাঁড়িয়ে দেখছে এবং ছবি তুলছে। অনেকেই বলছে ইতিহাসে এর আগে তারা কখনো স্ব-চোঁক্ষে দেখেনি এমন শিল। নিম্নআয়ের মানুষের বাড়িতে পড়েছে কান্নার রোল।

বিষয় খালি গ্রামের আসাদ জানান তাদের তিনটি ঘরের টিন একদম যারা যারা হয়ে গেছে। যা সম্পূর্ণ টিন না বদলালে ঘরে আর থাকার মতন কোনো উপায় নেই। একসাথে ৩ টা ঘরের টিন নষ্ট হয়ে আমরা দিশেহারা হয়ে পড়েছি।

অপরদিকে বিষয়খালী গ্রামের নজরুল ইসলাম জানান, তার বাড়ির ঘরের টিনের চালা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে ১৫/২০ বান টিন লাগবে তার ঘর মেরামত করতে।

বিষয়খালী গ্রামের শরিফুল ইসলাম ও রবিউল ইসলামের ৪ টি ঘরের সম্পূর্ণ টিন ফুটো হয়ে যারা যারা হয়ে গেছে। ৪ টি রুমের প্রায় ৮ বান টিন লাগবে মেরামত করতে যা তাদের পক্ষে এখন মেরামত করা সম্ভব নয়।

এজন্য সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন তারা দুই ভাই। বিষয়খালী গ্রামের আজিজুলের টিনের ঘর নষ্ট হয়ে গেছে শিলাবৃষ্টিতে।

৭ নং মহারাজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ খুরশিদ আলম মিঞা জানান, শিলাবৃষ্টি ও কালবৈশাখী ঝড়ের পর আমি পুরো ইউনিয়েনের প্রত্যেকটি গ্রাম ঘুরে ঘুরে দেখেছি।

ক্ষতি গ্রস্থ পরিবারের মানুষের সাথে কথা বলেছি। যাদের কমদামের অর্থাৎ নর্মাল টিন দিয়ে ঘর করা তাদের ঘরের টিন ক্ষতি হয়েছে বেশি। এছাড়াও অত্র অঞ্চলের ধান,গম,ভুট্টাসহ বিভিন্ন প্রকার ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আম গাছের মুকুল ঝরে গেছে। ক্ষতির বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।

যাতে করে আমার মহারাজপুর ইউনিয়নের ক্ষতি গ্রস্থ মানুষগুলো সরকারি সাহায্য পায় সে ব্যবস্থা আমি গ্রহণ করবো ইনশাল্লাহ। ইউনিয়ন বাসির সুখে-দুখে আগেও যেমন পাশে ছিলাম। এখনো তেমনি পাশে থাকবো এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

পরিশেষে জেলা প্রশাসকের মধ্যমে সরকারের কাছে আমার ইউনিয়নের শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সাহায্যের আশা করছি। এছাড়াও কালবৈশাখী ঝড়ে বিষয়খালী অঞ্চলের শতাধিক বিদ্যুতিক পোল হেলে পড়েছে। আম গাছের মুকুল ঝরে পড়েছে।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ৪টি ইউনিটের সম্মেলন ১৯ থেকে ২২ মার্চ

আগামী ১৯ মার্চ মেহেরপুর শহর, ২০ মার্চ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ, ২১ মার্চ গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ ও ২২ মার্চ মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

আজ সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমপ্লেক্স

মিলনায়তনে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে আওয়ামী লীগের একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, এম এ হালিম, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নুরজাহান বেগম, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসুল, সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দিন চুন্নু।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এম এ হালিম বলেন, আগামী ১৯ মার্চ মেহেরপুর শহর, ২০ মার্চ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ, ২১ মার্চ গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ ও ২২ মার্চ মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া এর মধ্যে যে কয়টি ইউনিয়নে সম্মেলন হয়নি সেগুলো এরই মধ্যে শেষ করার জন্য স্ব স্ব কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগের সকল নেতাকর্মীকে সরকারের উন্নয়ন নিয়ে জনগেণের সামনে তুলে ধরা এবং আইন মেনে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে সাক্ষ্য না দেওয়ায় পুলিশ কর্মকর্তার বেতন বন্ধের নির্দেশ আদালতের

একটি মামলায় দীর্ঘদিন যাবত তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তার সাক্ষ্যের জন্য দিন ধার্য থাকলেও সাক্ষ্য না দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বেতন বন্ধের নির্দেশ প্রদান করেছে মেহেরপুরের একটি আদালত।

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-১ম কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ এই আদেশ প্রদান করেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৬ সালে দণ্ডবিধির ৩৮০ এবং ৫১১ ধারায় জনৈক মো: তুষার এর বিরুদ্ধে জি,আর ৩৭৭/১৬নং মামলা দায়ের করা হয়। মোট ৯ জন সাক্ষীর মধ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা এস, এই, কার্তিক চন্দ্র পাল ব্যতীত সকল গুরুত্বপূর্ন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। কিন্তু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষ্য প্রদান না করায় মামলাটি নিষ্পত্তি করা যাচ্ছে না। তদন্তকারী কর্মকর্তাকে গত চার বছরে তিন বার সাক্ষীর সমন, ওয়ারেন্ট এবং নয় বার সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আদেশের কপি পাঠানো হলেও সে আদালতে সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হয়নি। বিধায় পুরাতন এই মামলাটি নিষ্পত্তি করা যাচ্ছে না। এতে আদালতের গুরুত্বপূর্ণ কর্মঘন্টা যেমন নষ্ট হচ্ছে তেমনি মামলার পক্ষগণ হয়রানির শিকার হচ্ছে। পাশাপাশি আর্থিক মানসিক এবং শারীরিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ।

এমতাবস্থায় মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে অত্র মামলায় সাক্ষ্য প্রদান না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বেতন বন্ধের নির্দেশ প্রদান করেছেন আদালত। একই সাথে তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তার উক্ত কাজ কেন আদালত অবমাননা হিসেবে গণ্য করা হবে না এবং তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন আদালত।

হাসপাতালেই অপারেশন সুবিধা পাচ্ছে গাংনীবাসি

অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি,পরিটপাটি যুক্ত অপারেশন থিয়েটার থাকা সত্বেও ডাক্তার সংকটে দির্ঘদিন বন্ধ ছিল অপারেশন।পাঁচ বছরের অপেক্ষার মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অবশেষে চালু হয়েছে অপারেশন থিয়েটার। রোববার দুপুরে এক নারীর সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে এটি চালু করা হয়। অপারেশন থিয়েটারটি চালু হওয়ায় রোগী সাধারণ ফেলেছে স্বস্তির নিঃশ^◌াস। এখন থেকে সব ধরণের অপারেশন করা হবে আর সাধারণ মানুষ এর সুবিধা পাবেন বলে জানিয়েছেন মেহেরপুর সিভিল সার্জন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

জুথি খাতুন গাংনী পৌর সভার ২ নং ওয়ার্ড মাঠপাড়া এলাকার হাসান আলীর মেয়ে ও স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্র্রী।

রোববার বিকাল সাড়ে তিনটার সময় ঘুমের বড়ি খাই সে। মেয়েটির মা জানান, অতিরিক্ত ভলিউম দিয়ে টেলিভিশন দেখছিলো জুথি। তাকে ভলিউম কমানো বলায় অভিমানে ঘরে থাকা ঘুমের বড়ি খাই সে।

ঘুমের বড়ি খেয়ে অচেতন হয়ে পড়লে সংগে সংগে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্রে নিয়ে আসা হয়। গাংনী

হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক মেহেদী হাসান জানান, বর্তমানে জুথির অবস্থা ভাল আছে। যেহেতু ঘুমের বড়ি খেয়েছে। ঘুম ভাঙতে তার বেশ কিছু সময় লাগবে।

দেশের সবচেয়ে বড় দাড়ির মালিক লাদেন!

ভালোলাগা থেকে মানুষ কত কিছুই না করে। তাই বলে নিজের উচ্চতাকে ছাড়িয়ে যাবে দাড়ি। নিজের উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। কিন্তু নিজের উচ্চতার চেয়ে দাড়ি তৈরি করেছেন ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি। দীর্ঘ ২২ বছর পরিচর্যা করে তিনি ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার দাড়ি তৈরি করেছেন। তিনি কেন্দ্রীয় জাসদ নেতা কাজী আরেফ হত্যাকান্ডের সময় গুলিবিদ্ধ হন। সেই মামলার প্রধান সাক্ষীও ছিলেন।

বয়স বাড়লেও এখনো কর্মঠ এই মানুষটি। একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাইড ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর সদরে চাদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি সাইডের কাজ দেখা শোনা করছেন।

মাহাতাব উদ্দিন লাদেন বলেন, ধর্মীও অনুভুতির প্রতি ভালোবাসা রেখে তিনি এই দাড়ি রেখেছেন। তিনার এই পরিচর্যা অংশ নিয়েছেন তিনার স্ত্রী আশানুর বানুও।

তিনি বলেন, দাড়ি পরির্চযা করে আমার বাড়িওয়া আসানুর বানু। সে দাড়ি আঁচড়িয়ে দেয়, তেল দিয়ে দেয় বিনি করে দেই। তার সেবা যত্ন যথেষ্ট। তার সেবা যন্তে দাড়িটা আমি সুন্দর ভাবে রাখতে পেরেছি।

লাদেন বলেন, আল্লাহও কাছে অনেকে অনেক কিছু চায়। কেউ টাকা চায়, কেউ বাড়ি চায়, কেউ গাড়ি চায়। কিন্তু আমি চেয়েছি দাড়ি। আমার বাপ চাচাদেও নাভিপর্যন্ত দাড়ি ছিলো। সেই দেখে আমার দাড়ি বড় করার সখ ছিলো। আমি ২০০২ সাল থেকে দাড়িকে পরিচর্যার মাধ্যমে বড় করে তুলেছি। এখন ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি আছে। প্রতিবছরে একবার করে এক ফুট করে কেটে ফেলি।

চাঁদপুর গ্রামের হাজি কুতুব উদ্দিন বলেন, দেশ বিদেশের কোথাও এত লম্বা দাড়ি আমি দেখিনি। আমি শুনে ছিলাম ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি দাড়ি এখানে এসে মেপেও দেখা হলো। আমি তাঁর জন্য আল্লাহ কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহ তাকে হায়াত দারাজ করুক এবং তার মনের নেক মাকছুদ আল্লাহ পুরা করুক।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি শামিম রেজা, আমার জীবনে আমি যত স্থানে গিয়েছি এত লম্বা দাড়ি আমি কোথাও দেখিনি। শোনার পর দাড়ি দেখতে চাচার কাছে এসেছি।